[২০২০] ৪ এস. সি. আর. ২৫৪

সাউথ ইস্ট এশিয়া মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড (সিমেক লিমিটেড)

বনাম

অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড

(২০১২ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬৭৩)

১১ই মে, ২০২০

[এন. ভি. রমনা, এম. এম. শান্তনগৌদর এবং অজয় রাস্টগি, বিচারপতিদ্বয়]

চুক্তি: কূপ খনন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান – আপিলকারীকে কার্যাদেশ প্রদান – চুক্তির মেয়াদ চলাকালীন, খনন কাজ পরিচালনার জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপকরণ 'উচ্চ গতির ডিজেল' (এইচএসডি)-এর মূল্য সরকারি একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় – আপিলকারী দাবি করেন যে, ডিজেলের এই মূল্যবৃদ্ধি চুক্তির ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'আইনের পরিবর্তন' সংক্রান্ত শর্তকে সক্রিয় করেছে এবং উত্তরদাতা সেই বর্ধিত খরচ পরিশোধ করতে বাধ্য – ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্তানুসারে, দরপত্র খোলার তারিখের পর যদি কোনো নতুন আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায় এমন কোনো বদল আসে, যার ফলে চুক্তির অধীনে কাজ করার ক্ষেত্রে ঠিকাদারের অতিরিক্ত খরচ হয় বা খরচ কমে যায়, তবে ঠিকাদার প্রকৃতপক্ষে ব্যয়িত সেই অতিরিক্ত বা হ্রাসকৃত অর্থ গ্রহণ করার অধিকারী হবেন – আপিলকারী সালিশি ধারাটি কার্যকর করেন – সালিশি ট্রাইব্যুনাল এই দাবি মঞ্জুর করে জানায় যে, ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদটি উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং সরকারের যেকোনো বিজ্ঞপ্তি 'আইনের পরিবর্তন' হিসেবে গণ্য হবে – আপিলের ভিত্তিতে, উচ্চ আদালত এই রায় বাতিল করেন – সিদ্ধান্ত: মূল্যের এমন কিছু ওঠানামা থাকে যা একজন বিচক্ষণ ঠিকাদার দরপত্রে অংশ নেওয়ার সময় সম্ভাব্য মুনাফার সীমার মধ্যে বিবেচনায় রাখেন – সুনির্দিষ্ট ভাষা বা উল্লেখ না থাকলে এই ধরনের মূল্যের ওঠানামাকে 'আইনের পরিবর্তন' ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না – আলোচ্য চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট হারের ভিত্তিতে ছিল – সংশ্লিষ্ট পক্ষ দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগেই এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকি বিবেচনা করে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন – সালিশি ট্রাইব্যুনালের ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অর্থ প্রসারিত করে ডিজেলের দরের পরিবর্তনকে এর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাখ্যাটি এই চুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না, কারণ আপিলকারী এটি প্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করেননি – সালিশি রায় বাতিল করা হলো – চুক্তি আইন – ধারা ৫৬ – সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ৩৪ – অনিবার্য দৈব ঘটনা বা নিয়ন্ত্রণাতীত পরিস্থিতির নীতি (ডকট্রিন অফ ফোর্স মজিউর)।

সাউথ ইস্ট এশিয়া মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড (সিমেক লিমিটেড) বনাম অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড ২৫৫

আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬: ধারা ৩৪-ধারা ৩৪-এর অধীনে আদালতের এখতিয়ারের পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আপিলগুলি খারিজ করে দিয়ে আদালত

বলেঃ ১. এটি স্থিরীকৃত অবস্থান যে কোনও আদালত কেবল আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা সালিসি আইনে প্রদত্ত ভিত্তিতে রায়টি বাতিল করতে পারে। এটি ১ টি আইনও স্থির করেছে যে যেখানে দুটি মতামত সম্ভব, আদালত যুক্তি দ্বারা সমর্থিত সালিসকারীর নেওয়া প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১২,১৩] |২৬০-জি-এইছ; ২৬১-ডি]

২. একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা চুক্তির 'আইন পরিবর্তন' ধারার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না, কারণ ব্যাখ্যার থাম্ব রুল হল যে একটি লিখিত চুক্তি গঠনকারী নথিটি সামগ্রিকভাবে এবং যতদূর সম্ভব পারস্পরিক ব্যাখ্যামূলক হিসাবে পড়া উচিত। হাতে থাকা ক্ষেত্রে, ধারাটি ব্যাখ্যা করার সময় ট্রাইব্যুনাল এই মৌলিক নিয়মটিকে উপেক্ষা করেছিল। এই ক্ষেত্রে, চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট হারের ভিত্তিতে ছিল। দরপত্র প্রক্রিয়াটিতে প্রবেশের আগে পক্ষটি মূল্য বৃদ্ধির ঝুঁকি হ্রাস করার পরে চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল। দরপত্রের উদ্দেশ্য যদি মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি সীমিত করা হয়, তবে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে সম্ভাব্য বলা যাবে না, কারণ এটি চুক্তির সুস্পষ্ট শব্দ এবং উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবে। এইচএসডি-র মূল্য পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চুক্তির 'আইনের পরিবর্তন' ধারার অর্থ প্রসারিত করার জন্য সালিসী ট্রাইব্যুনালের ব্যাখ্যা এই চুক্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নয়, কারণ আবেদনকারী এমন কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করেননি যা একই প্রমাণ করে। [অনুচ্ছেদ ২৮,৩০ এবং ৩১] [২৬৭-এ, ডি-এফ]

সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১০) ১১ এসসিসি ২৯৬: [২০১০] ৯ এসসিআর ১৭৬-প্রয়োগযোগ্য।

সত্যব্রত ঘোষ বনাম মুগনীরাম বাঙ্গুর অ্যান্ড কোং. এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ৪৪: [১৯৫৪] এস. সি. আর ৩১০; ম্যাকডারমট ইন্টারন্যাশনাল সি ইনক বনাম বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোং লিমিটেড (২০০৬) ১১ এস. সি. সি ১৮১: [২০০৬] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪০৯; ডায়না টেকনোলজিস পাইট লিমিটেড বনাম ক্রম্পটন গ্রিভস লিমিটেড (২০১৯) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১৬৫৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

চ্যান্ডলার বনাম ওয়েবস্টার [১৯০৪] ১ কেবি ৪৯৩; ফাইব্রোসা স্পোলকা আকসিজনা বনাম ফেয়ারবেয়ার্ন লসন কম্ব বার্বার লিমিটেড; [১৯৪২১ ইউকেএইচএল ৪; ক্যান্টিয়ার সান রকো এসএ (শিপবিল্ডিং কোম্পানি) বনাম ক্লাইড শিপবিল্ডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড, [১৯২৪] এসি ২২৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[২০০৬] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪০৯ অনুচ্ছেদ ৮ -এর উপর নির্ভরশীল

[১৯৫৪] এস. সি. আর ৩১০ অনুচ্ছেদ ২০ -এর উপর নির্ভরশীল

[২০১০] ৯ এস. সি. আর ১৭৬ অনুচ্ছেদ ২৭ -এর উপর নির্ভরশীল

দেওয়ানী বিচার এখতিয়ারঃ ২০১২ সালের ৬৭৩ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০৬ সালের ১১ নং সালিসি আপিলে গৌহাটি হাইকোর্টের ১৩.১২.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

২০১২ সালের ৯০০ নং দেওয়ানি আপিল সহ।

ড. মনীশ সিংভি, প্রবীণ আইনজীবী, ডি. কে. দেবেশ, অভিনব ৫এস. রঘুবংশী, পীযূষ উপাধ্যায়, হিতেশ বৎস, সোমিরন শর্মা, বিউ পি. রমন কে. আর. শশীপ্রভু, অ্যাড. উপস্থিত পক্ষগুলির জন্য।

আদালতে রায় প্রদান করেন **এন. ভি. রমনা, বিচারপতি।**

২০১২ সালের ৬৭৩ নং দেওয়ানি আপিল।

১. গুয়াহাটি হাইকোর্ট কর্তৃক ২০০৬ সালের ১১ নং সালিসি আপিলের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের ফলে বর্তমান আপিল উত্থাপিত হয়েছে, যেখানে হাইকোর্ট সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এরপরে "সালিসি আইন")-এর ৩৭ নং ধারার অধীনে উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা আপিলের অনুমতি দেয় এবং ১৯/১২/২০০৩ তারিখের সালিসি রায় বাতিল করে দেয়।

২. এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ আবেদনকারীকে ১৯৯৪ সালে উত্তরদাতার একটি দরপত্র অনুসারে ২০.০৭.১৯৯৫ তারিখের ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছিল। চুক্তিটি আসামে কূপ খনন এবং অন্যান্য সহায়ক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যে ছিল এবং এটি ০৫.০৬.১৯৯৬। যদিও থেকে কার্যকর হয়েছিল, চুক্তিটি প্রাথমিকভাবে মাত্র দুই বছরের জন্য ছিল, এটি এর জন্য বাড়ানো হয়েছিল

পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একের পর এক এক বছরের দুটি পর্যায়, এবং অবশেষে ০৪.১০.২০০০-এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়।

৩. চুক্তির অস্তিত্বের সময়, ড্রিলিং অপারেশন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির মধ্যে একটি, হাই-স্পিড ডিজেলের ("এইচএসডি") দাম বৃদ্ধি পায়। আবেদনকারী দাবি করেন যে এইচএসডি-র দাম বৃদ্ধি, চুক্তি সম্পাদনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান আর চুক্তির অধীনে "আইনের পরিবর্তন" ধারার সূত্রপাত করে (অর্থাৎ, ধারা ২৩) এবং উত্তরদাতা সেগুলির জন্য তাদের প্রতিদান দিতে দায়বদ্ধ হন। যখন উত্তরদাতা দাবি প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, তখন আপিলকারী শেষ পর্যন্ত ০১.০৩.১৯৯৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সালিশ ধারাটি আহ্বান করেন। বিবাদটি তিনজন সালিশকারীর সমন্বয়ে গঠিত একটি সালিশ ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছিল।

৪. ২০০৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর, আর্বিট্রাল ট্রাইবুনাল এ.পি নং ৮ অব ১৯৯৯-এ রায় প্রদান করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুযায়ী আপিলকারীর দাবি মঞ্জুর করা হয় এবং ₹৯৮,৮৯,৫৬৪.৩৩ টাকা প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়, যা পুরস্কার ঘোষণার তারিখ থেকে পুরস্কারের টাকা পুনরুদ্ধার হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১০% হারে সুদসহ। পরবর্তীতে, এই পরিমাণটি ২০০৫ সালের ১১ মার্চ ₹১,৩২,৩২,১২৬.৩৬-এ সংশোধন করা হয়। আর্বিট্রাল ট্রাইবুনাল রায় দিয়েছে যে, একটি সার্কুলারের মাধ্যমে রাজ্য বা ইউনিয়নের ক্ষমতায় ইস্যু করা এইচএসডি মূল্যের বৃদ্ধি "আইন" শব্দের আক্ষরিক অর্থে না হলেও, এটি "আইনের শক্তি" ধারণ করে এবং এই কারণে এটি চুক্তির ধারা ২৩-এর আওতায় পড়ে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু মতামত ছিল যে, নির্বাহী আদেশগুলি চুক্তির ধারা ২৩-এর আওতায় আসে না।

৫. এই রায়ে মর্মাহত হয়ে, উত্তরদাতা জেলা বিচারকের সামনে সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ০৪.০৭.২০০৬-এ, বিদ্বান জেলা বিচারক এই রায় বহাল রেখেছিলেন এবং রায় দিয়েছিলেন যে ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানগুলি ভিত্তিহীন বা ভারতের জননীতির বিরুদ্ধে নয় বা স্পষ্টতই অবৈধ নয় এবং বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না।

৬. উত্তরদাতা সালিসি আইনের ৩৭ ধারার অধীনে উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করে জেলা বিচারকের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। বিতর্কিত রায়ে, উচ্চ আদালত আপিলের অনুমতি দেয় এবং সালিসি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল করে দেয়।

৭. উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা চুক্তির শর্তাবলীর ব্যাখ্যা ভুল এবং ভারতের পাবলিক সি নীতির বিরুদ্ধে। সালিসি আইনের ৩৭ ধারার অধীনে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগের উপর, উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে আদালতের রায়টি বাতিল করার ক্ষমতা ছিল কারণ এটি চুক্তির শর্তাবলী উপেক্ষা করে পাস করা হয়েছিল।

এর দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ ছুটির আবেদনের মাধ্যমে এই বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন।

৮. আপীলকারীর পক্ষে বিদ্বেষপূর্ণ আদেশকে সমর্থনকারী বিজ্ঞ কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে

ক. হাইকোর্ট ২৩ ধারার অন্তর্ভুক্তির অভিপ্রায় সম্পর্কে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে আপিল করেছে। ২৩ ধারার নির্মাণ, তিনি জমা দিয়েছিলেন, ব্যাখ্যার বিষয় এবং সালিসী ট্রাইব্যুনাল তার আগে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের উপর ভিত্তি করে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

খ. আইনের কোনও বিষয়ে যদি দুটি মতামত সম্ভব হয়, তা হলে উচ্চ আদালত একটি দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হতে পারে না এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করা উচিত। তাঁর যুক্তি সমর্থন করার জন্য ম্যাকডারমট ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড বনাম বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোং লিমিটেড/(২০০৬) ১] এস. সি. সি. আই ও ১-এ এই আদালতের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন বিজ্ঞ কৌঁসুলি।

গ. সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া আইনের প্রশ্নটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বাইরে এবং এইভাবে হাইকোর্ট কোনও যুক্তিসঙ্গত রায়ে হস্তক্ষেপ করতে পারত না যা ভারতের জননীতির বিরুদ্ধে বা স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল না।

৯. এর জবাবে, হাইকোর্টের অনুসন্ধানকে সমর্থন করে, উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দেন যে

ক. সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী এবং মূলত চুক্তিটিকে পুনরায় লেখে। সালিসী ট্রাইব্যুনালকে চুক্তির চার কোণের মধ্যে বিরোধের বিচার করতে হবে এবং এইভাবে ২৩ অনুচ্ছেদের অধীনে বিবেচনা করা হয়নি এমন অতিরিক্ত প্রতিদান প্রদান করতে হবে যা বিকৃত এবং স্পষ্টভাবে অবৈধ।

খ, একটি চুক্তির শর্তাবলী উপেক্ষা করা সালিসি আইনের ২৮ ধারার লঙ্ঘন এবং এইভাবে ট্রাইব্যুনাল তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে।

গ. এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে সালিসী ট্রাইব্যুনাল চুক্তির শর্তাবলীর একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যেখানে দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল। ট্রাইব্যুনালের ফলাফলগুলি বিকৃত এবং অযৌক্তিক কারণ ট্রাইব্যুনাল চুক্তিটিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেনি এবং চুক্তির ব্যাখ্যার মূল নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ঘ. সালিসী ট্রাইব্যুনাল চুক্তিটিকে পুনর্বিবেচনা/ব্যাখ্যার ছদ্মবেশে পুনর্লিখন করেছে এবং এই ধরনের ব্যাখ্যাটি চুক্তির শর্তাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় ভারতের সরকারি নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

১০. আমরা পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

১১. এই আবেদনে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রথমে সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে আদালতের এখতিয়ারের পরিধি এবং পরিধি খতিয়ে দেখতে হবে। সালিসি আইনের ৩৪ ধারায় নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

৩৪. সালিসি রায় বাতিল করার আবেদন-(১) সালিসি রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় কেবল উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) অনুসারে এই ধরনের রায় বাতিল করার আবেদনের মাধ্যমেই নেওয়া যেতে পারে।

(২) আদালত শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একটি সালিশি রায় বাতিল করতে পারে—

(ক) আবেদনকারী পক্ষ প্রমাণ সরবরাহ করলে যে—

(i) কোনও পক্ষ অক্ষমতার অধীন ছিল; অথবা

(ii) সালিশি চুক্তি সেই আইন অনুযায়ী বৈধ নয় যার অধীনে পক্ষসমূহ এটি প্রয়োগ করেছে অথবা, এ বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত না থাকলে, তৎকালীন প্রযোজ্য আইনের অধীনে বৈধ নয়; অথবা

(iii) আবেদনকারী পক্ষকে সালিশি নিয়োগের নোটিশ বা সালিশি কার্যধারার যথাযথ নোটিশ প্রদান করা হয়নি বা অন্যথায় তার মামলা উপস্থাপন করতে অক্ষম ছিল; অথবা

(iv) সালিশি রায় এমন কোনও বিরোধ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা সালিশিতে জমা দেওয়া হয়নি বা সালিশিতে জমা দেওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে না, অথবা এতে এমন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত থাকে যা সালিশিতে জমা দেওয়ার পরিধির বাইরে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি সালিশিতে জমা দেওয়া বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্তগুলি জমা না দেওয়া বিষয়গুলির থেকে পৃথক করা যায়, তবে শুধুমাত্র সেই অংশটি বাতিল করা যেতে পারে যা সালিশিতে জমা দেওয়া বিষয় নয়; অথবা

(v) সালিশি ট্রাইবুনালের গঠন বা সালিশি প্রক্রিয়া পক্ষসমূহের চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, যদি না এমন চুক্তি এই অংশের কোনও বিধানের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে, যা থেকে পক্ষসমূহ বিচ্যুত হতে পারে না, অথবা, এমন চুক্তির অভাবে, এই অংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না; অথবা

(খ) আদালত খুঁজে পায় যে-

(i) বিরোধের বিষয়-বিষয় বর্তমানে বলবৎ আইনের অধীনে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম নয়, অথবা

(ii) সালিসী রায় ভারতের জননীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ব্যাখ্যা-উপ-শর্ত (ii) এর সাধারণতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই, কোনও সন্দেহ এড়ানোর জন্য, এটি এতদ্বারা ঘোষণা করা হয় যে কোনও পুরস্কার ভারতের জননীতির সাথে সাংঘর্ষিক যদি পুরস্কার প্রদান জালিয়াতি বা দুর্নীতির দ্বারা প্ররোচিত বা প্রভাবিত হয় বা ধারা ৭৫ বা ধারা ৮১ এর লঙ্ঘন হয়।

(৩) আবেদনকারী পক্ষ সালিসী রায় পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর অথবা ধারা ৩৩-এর অধীনে আবেদন করা হলে সালিসী ট্রাইব্যুনাল যে তারিখে সেই অনুরোধ নিষ্পত্তি করেছে, সেই তারিখ থেকে আবেদন খারিজ করার আবেদন করা যাবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারীকে উক্ত তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে 'ই' পর্যাপ্ত কারণে বাধা দিয়েছে, তা হলে সে আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার পরে নয়।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর, আদালত, যেখানে উপযুক্ত সেখানে এবং কোনও পক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করা হলে, সালিসী ট্রাইব্যুনালকে সালিসী কার্যধারা পুনরায় শুরু করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বা সালিসী ট্রাইব্যুনালের মতে অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য কার্যধারা স্থগিত করতে পারে।

১২. এটি একটি স্থির অবস্থান যে কোনও আদালত কেবল আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা সালিসি আইনে প্রদত্ত ভিত্তিতে রায়টি বাতিল করতে পারে। সম্প্রতি, ডায়না টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ক্রম্পটন গ্রিভস লিমিটেডের ৯ এসসিসি অনলাইন এসসি ৭৬৫৬-এ এই আদালত এই ধরনের হস্তক্ষেপের সুযোগ নির্ধারণ করেছে। এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে-

২৬. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, সালিসি আইনের ৩৪ ধারা কোনও রায়কে শুধুমাত্র তাতে প্রদত্ত ভিত্তিতে বা বিভিন্ন আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হিসাবে সীমাবদ্ধ করে। আমাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যে, সালিসি রায়গুলিতে নৈমিত্তিক ও অশ্বারোহী পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, সালিসি রায়কে টিকিয়ে রাখতে পারে এমন বিকল্প ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না থাকলে রায়ের বিকৃতি বিষয়টির মূলে চলে যায়। ধারা ৩৪ তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন এবং এটিকে একটি সাধারণ আপিল এখতিয়ারের সাথে তুলনা করা যায় না। ধারা ৩৪-এর অধীনে আদেশটি সালিসী রায়ের চূড়ান্ততা এবং আইনের অধীনে প্রদত্ত বিকল্প সি ফোরাম দ্বারা তাদের বিরোধের বিচারের জন্য পক্ষের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করা। আদালত যদি বাস্তব দিকগুলিতে স্বাভাবিক কোর্সে সালিসী রায়ে হস্তক্ষেপ করে, তবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বেছে নেওয়ার পিছনে বাণিজ্যিক প্রজ্ঞা হতাশ হয়ে পড়বে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩. এটি আরও স্থিরীকৃত আইন যে যেখানে দুটি মতামত সম্ভব, আদালত যুক্তির দ্বারা সমর্থিত সালিসকারীর গৃহীত যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ডায়না টেকনোলজিসের (উপরে) এই আদালতটি -এর অধীনে পর্যবেক্ষণ করেছে।

২৭. উপরন্তু, এই আদালতের অগণিত রায়গুলি স্পষ্টভাবে বলেছে যে আদালতগুলি কেবল তথ্য এবং চুক্তির ব্যাখ্যার বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনও পুরষ্কারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আদালতগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সালিস ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে পিছিয়ে দেওয়া উচিত, এমনকি যদি পুরষ্কারে প্রদত্ত যুক্তিটি বোঝানো না হয় তবে এই ধরনের পুরষ্কার সালিস আইনের ৩৪ ধারার অধীনে ক্ষমাহীন বিকৃতি চিত্রিত করে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৪. তবে, বর্তমান মামলার প্রশ্ন হল ট্রাইব্যুনালের রায়ে চুক্তিটির জন্য প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি কি যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য ছিল, যাতে তা সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে পাস হয়?

১৫. বর্তমান মামলায়, উত্তরদাতা যুক্তি দিয়েছেন যে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও ছিল না, তাই

রায়টি অযৌক্তিক এবং অন্যায্য হওয়ায় বিকৃতি ভোগ করে। অতএব, উত্তরদাতা আবেদন করেছেন যে রায়টি বাতিল করা উচিত। এই প্রসঙ্গে, আমরা বলতে পারি যে সাধারণত আদালতকে সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যার গুণাগুণ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না, যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে এই ধরনের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব ছিল।

১৬. আমরা ১ নং ধারাটি দেখে শুরু করি, অর্থাৎ ২৩ নং ধারাটি যা নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

সমতুল্য আইনঃ-

দরপত্র খোলার তারিখের পরে যদি কোনও আইন বা বিদ্যমান আইনের ব্যাখ্যায় কোনও পরিবর্তন বা আইন প্রণয়ন করা হয়, যার ফলে চুক্তির অধীনে পরিচালনার কারণে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত খরচ/হ্রাস হয়, তাহলে কোম্পানি/ঠিকাদার প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অতিরিক্ত/হ্রাসকৃত খরচের জন্য ঠিকাদার/কোম্পানিকে প্রতিদান/অর্থ প্রদান করবে।

১৭. সালিসী ট্রাইব্যুনাল বলেছিল যে এই ধারাটি অবশ্যই উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং ভারত সরকারের যে কোনও বিজ্ঞপ্তি আইনের পরিবর্তনের সমান হবে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"যে কোনও নথির নির্মাণের নিয়ম অনুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতির সঙ্গে নথিটি সম্পূর্ণভাবে পড়া বা গ্রহণ করা উচিত এবং নথির নির্দিষ্ট ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা পর্যন্ত বাদ দেওয়া সহজভাবে অনুমান করা উচিত নয়। এটি ব্যাখ্যার নিয়ম অনুসারে। ব্যবস্থাটির মসৃণ কাজকর্মের লক্ষ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত, যা নথিটি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। শব্দটি, যা এটিকে অসঙ্গতিপূর্ণ বা অকার্যকর করে তোলে, এড়ানো উচিত। এটি উপকারী নির্মাণ হিসাবে পরিচিত এবং এমন একটি নির্মাণ করা উচিত যা দুষ্টুমিকে দমন করে এবং প্রতিকারকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং, ডিজেলের বর্ধিত মূল্যের কারণে পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি চুক্তির বিষয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি, যা ধারা ২৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বলা যেতে পারে যে ধারা ২৩-কে "হবেন্ডাম ধারা" বলা যেতে পারে। চুক্তির দলিলটিতে বিভিন্ন মঞ্জুর ধারা এবং হবেন্ডাম রয়েছে যা অনুদানদাতার অভিপ্রায়কে নির্দেশ করে।

যে শর্ত ২৩-এ 'তা' বা আইনের পরিবর্তন ইত্যাদি অভিব্যক্তিটির ব্যাখ্যার জন্য উদার ব্যাখ্যা প্রয়োজন, এই বিষয়টিও এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হবে যে, উত্তরদাতারা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড তার সাক্ষীর মাধ্যমে

মিঃ পাসরিজা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ডিজেলের দাম বা অন্য কোনও তেলের দামের পরিবর্তন কখনও করা হয়নি এবং সংসদ বা রাজ্য আইনসভা দ্বারা কোনও বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে করা হয়নি। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে যখন শর্ত ২৩ টি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তখন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড খুব সচেতন ছিল যে তেলের দামের পরিবর্তন কখনও কোনও বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা করা হয়নি, তবে কেবলমাত্র সরকারী আদেশ, রেজোলিউশন, নির্দেশের ভিত্তিতে, উপযুক্ত কমিটির একটি শর্ত মেনে নেওয়ার পরে, যার নাম ও. পি. সি সরকার এবং তার সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও সংবিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ না করে উপরে প্রণীত হিসাবে তেলের মূল্য, এখানে এইচ. এস. ডি.-এর পরিবর্তন হলে এটি প্রযোজ্য হবে। অতএব, 'আইন' বা আইন পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য সংবিধিবদ্ধ আইন, বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকে জারি করা কোনও আদেশ, নির্দেশ এবং রেজোলিউশন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই বর্ধিত অর্থের প্রয়োজন।

মেজর অরিটি অ্যাওয়ার্ড চুক্তিটি ব্যাখ্যা করার জন্য * উদার ব্যাখ্যা নিয়ম * ব্যবহার করে, যাতে এইচ. এস. ডি-র মূল্য বৃদ্ধি চুক্তির ২৩ ধারার অধীনে আনা যেতে পারে। আরও সালিসী ট্রাইব্যুনাল উপরোক্ত ধারাকে একটি 'আবদেনডাম ধারা' হিসাবে চিহ্নিত করে, যেখানে আপিলকারীকে প্রদত্ত অধিকারগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১৮. অন্যদিকে, হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশে একই ধারাকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেঃ

২৭... ...আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে চুক্তির ধারা ২৩ এমন অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এটি নিশ্চিতভাবে একটি নির্ধারিত চুক্তি হারের সংশোধনের জন্য নয়। আমি আরও দেখছি যে উভয় পক্ষ "ফোর্স মেজর" ধারা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রাখতে সম্মত হয়েছিল। বাণিজ্যিক আইনের এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো চুক্তি চুক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে বাতিল করা যেতে পারে। চুক্তির ধারা ৪৪.৩ অনুযায়ী, 'ফোর্স মেজর' স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, যার মধ্যে সরকারের আইন ও নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা চুক্তি বাতিল করতে সহায়ক। এইভাবে, ধারা ২৩ "ফোর্স মেজর ধারা"-এর খুব নিকটবর্তী এবং অনুরূপ। এ ছাড়াও, আমি ঘোষণা করতে পারি যে ধারা ২৩ "হতাশার তত্ত্ব এবং অপ্রত্যাশিত অসম্ভবতার" সঙ্গে সমার্থক। অন্য কথায়, ধারা ২৩-এর অধীনে বিদ্যমান আইন পরিবর্তন, নতুন আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনের নতুন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সংরক্ষিত হয়েছে। আমার মতে, ২৩ শর্তে অবশ্যই

অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের ৫৬ ধারার কথা মাথায় রেখে চুক্তির একটি অংশ করা হয়েছে।

১৯. হাইকোর্ট তার যুক্তিতে পরামর্শ দেয় যে ফোর্স ম্যাজিউর clause.We-এর অনুরূপ ধারা ২৩-এর একটি ফোর্স ম্যাজিউর ধারার উপযোগিতা এবং প্রভাবগুলি বোঝার প্রয়োজন। ভারতীয় চুক্তি আইনের অধীনে, একটি ফোর্স ম্যাজিউর ইভেন্টের পরিণতি চুক্তি আইনের ধারা ৫৬-এর অধীনে সরবরাহ করা হয়, যা বলে যে এমন কোনও ঘটনা ঘটলে যা কার্যকারিতাটিকে অসম্ভব করে তোলে, চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। চুক্তি আইনের ধারা ৫৬ নিম্নরূপঃ

৫৬. অসম্ভব কাজ করার চুক্তি।-একটি অসম্ভব কাজ করার চুক্তি বাতিল।

পরে কাজ করার চুক্তি অসম্ভব বা বেআইনি হয়ে ওঠে-এমন কোনও কাজ করার চুক্তি যা চুক্তি হওয়ার পরে অসম্ভব হয়ে যায়, বা এমন কোনও ঘটনার কারণে যা প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিরোধ করতে পারেননি, বেআইনী হয়ে যায় যখন কাজটি অসম্ভব বা বেআইনী হয়ে যায়।

২০. যখন পক্ষগুলি চুক্তির কার্যকারিতা অসম্ভব করে এমন কোনও ঘটনা ঘটলে কী ঘটবে তার জন্য সরবরাহ না করে, তখন চুক্তি আইনের ধারা ৫৬ প্রযোজ্য হয়। যখন চুক্তিবদ্ধ আইনটি অসম্ভব হয়ে যায়, তখন ধারা ৫৬ এর অধীনে, পক্ষগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়-আরও কার্যকারিতা থেকে এবং চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এই আদালত সত্যব্রত ঘোষ বনাম মুগনীরাম বাঙ্গুর অ্যান্ড কোং, এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ৪৪:

> ১৫. আইনি তত্ত্ব প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন করে না যতক্ষণ না আমাদের ভারতীয় চুক্তি আইনে একটি বিধিবদ্ধ বিধান রয়েছে। ভারতে মামলাগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র মতবাদ হল যে আমাদের ১s দ্বারা যেতে হবে যা চুক্তি আইনের ৫৬ ধারায় বর্ণিত অসম্ভবতা বা অবৈধতার উপর কর্তৃত্ব করা, "অসম্ভব" শব্দটিকে তার ব্যবহারিক এবং আক্ষরিক অর্থে নয়। তবে, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ধারা ৫৬ ইতিবাচক আইনের একটি নিয়ম নির্ধারণ করে এবং বিষয়টিকে পক্ষগুলির অভিপ্রায় অনুসারে নির্ধারণ করতে দেয় না।
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

তবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে চুক্তি আইনের ৩২ ধারার অধীনে পক্ষগুলি পরিবর্তে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনা ঘটার উপর যে পরিণতি ঘটবে তা বেছে নিতে পারে।

২১. অন্যদিকে, সাধারণ আইন একসময়ে এইরূপ হতাশার পরিণাম সেই পক্ষের উপর আরোপ করে যিনি হতাশাজনক ঘটনাটি ঘটার আগে ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই ধরনের ব্যাখ্যার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল সেই মামলাগুলোর ধারাবাহিকতা, যা 'করোনেশন কেস' নামে পরিচিত হয়েছিল। চ্যান্ডলার বনাম ওয়েবস্টার, [১৯০৪] ১ কেবি ৪৯৩- মামলায়, মি. চ্যান্ডলার মি. ওয়েবস্টারের কাছ থেকে রাজা এডওয়ার্ড সপ্তম-এর রাজ্যাভিষেক মিছিল দেখার জন্য ২৬শে জুন, ১৯০২-এ নির্ধারিত স্থানে ভাড়া নেন। মি. চ্যান্ডলার এর জন্য আংশিক মূল্য প্রদান করেছিলেন। তবে, রাজা অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাজ্যাভিষেক স্থগিত করা হয়। মি. ওয়েবস্টার তার অর্থপ্রদান দাবিতে অনড় থাকায়, মামলা আদালতে গড়ায়। কোর্ট অব আপিল মি. চ্যান্ডলার এবং মি. ওয়েবস্টার উভয়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। রায়ের মূল বক্তব্য ছিল যে, একবার চুক্তি ভঙ্গের (হতাশা) পরিস্থিতি ঘটলে, এর কোনও প্রয়োগ করা সম্ভব নয় এবং ক্ষতি সেই পক্ষের উপর পড়ে, যিনি ফোর্স মেজর-এর ঘটনা ঘটার আগে তা বহন করেছেন।

২২. এই সূত্রটি হাউস অফ লর্ডস দ্বারা ফাইব্রোসা স্পোলকা আকসিজনা বনাম ফেয়ারবেয়ার্ন লসন কম্বে বার্বার লিমিটেড,। ১৯৪২। ইউকেএইচএল ৪-এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে বাতিল করা হয়েছিল, যেখানে পুরানো মতবাদ অনুসারে হতাশার কঠোর পরিণতি পুনরুদ্ধারের আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সংযত করা হয়েছিল। কৌতূহলজনকভাবে, লর্ড শ ক্যান্টিয়ারে সান রোক্কো এসএ (শিপবিল্ডিং কোম্পানি) বনাম ক্লাইড শিপবিল্ডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড, [১৯২৪] এসি ২২৬-এ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে চুক্তিটি অন্যথায় সরবরাহ না করা হলে ক্ষতি যেখানে পড়েছিল সেখানে ছেড়ে দেওয়ার ইংরেজি আইনটি কেবল 'প্রতারক, জুয়াড়ি এবং চোরদের মধ্যে' উপযুক্ত ছিল। ইউকে সংসদ উপরোক্ত রায় এবং আইন সংস্কার (ফ্রাস্ট্রেটেড কনট্র্যাক্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৩)-এর নোটিশ নিয়েছিল।

২৩. ভারতে চুক্তি আইন ইতিমধ্যেই এই ধরনের হতাশার কঠোর পরিণতিকে কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং চুক্তি আইনের ৬৫ ধারার অধীনে এর উন্নতির জন্য একটি সীমিত ব্যবস্থার ব্যবস্থা করেছে।

৬৫. শূন্য চুক্তি বা শূন্য হয়ে যাওয়া চুক্তির অধীনে সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা

যখন কোনও চুক্তি শূন্য হিসাবে আবিষ্কৃত হয়, অথবা যখন কোনও চুক্তি শূন্য হয়ে যায়, তখন যে কোনও ব্যক্তি ওই চুক্তি বা চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত কোনও সুবিধা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য, অথবা যাঁর কাছ থেকে তিনি তা পেয়েছেন, তাঁকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

উপরোক্ত ধারাটি "ভিত্তি ব্যর্থতার" জন্য পুনরুদ্ধারের ভিত্তি প্রদান করে। আমরা জানি যে উপরোক্ত বিধানটি সীমিত

পরিস্থিতি যেখানে একটি চুক্তি শুরু থেকেই অকার্যকর হয় বা চুক্তি r পরবর্তীকালে অকার্যকর হয়ে যায়।

২৪. মামলায় ফিরে আসা যাক, চুক্তিটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ৪৪.৩ ধারায় ফোর্স ম্যাজিউর ঘটনাগুলিকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেঃ

> এই ধারার উদ্দেশ্যে "ফোর্স ম্যাজিউর" অর্থ ঈশ্বরের একটি কাজ, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, দাঙ্গা, ধর্মঘট, বন্ধ, আগুন, বন্যা, নাশকতা, ব্যর্থতা বা রাস্তা, ব্যবস্থা ধ্বংস এবং ভারত সরকারের আইন ও প্রবিধান এবং অন্যান্য ধারা (তবে ঠিকাদারের কর্মসংস্থান সমস্যার কারণে নয়) দলগুলির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এছাড়াও, ২২.২৩ শর্তের অধীনে, পক্ষগুলি যে কোনও ফোর্স ম্যাজিউর ঘটনা, যা অস্থায়ী প্রকৃতির, তা কাটিয়ে উঠতে ফোর্স ম্যাজিউর হার প্রদানের জন্য সম্মত হয়েছিল।

২৫. এখানে আলোচিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা সালিসী ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্টের প্রদত্ত কারণগুলির কোনওটিতেই সম্মতি দিচ্ছি না। যদিও সালিসী ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে বলেছিল যে চুক্তির সমস্ত ধারা বিবেচনা করে একটি চুক্তির ব্যাখ্যা করা দরকার, তবে চুক্তির ২৩ ধারা ব্যাখ্যা করার সময় এটি একই মান প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২৬. আমরা হাইকোর্টের এই যুক্তির সঙ্গেও সম্পূর্ণরূপে একমত নই যে, হতাশার মতবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২৩ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। বরং, ভারতীয় চুক্তি আইনের অধীনে, হতাশার মতবাদের প্রভাব হল যে এটি সমস্ত পক্ষকে ভবিষ্যতের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়। হতাশার কঠোর পরিণতি হ্রাস করতে এবং চুক্তির পবিত্রতা বজায় রাখতে, পক্ষগুলি তাদের বাণিজ্যিক প্রজ্ঞার সাথে চুক্তির ২৩ ধারার অধীনে ঝুঁকি হ্রাস করতে বেছে নিয়েছে।

২৭, সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড, (২০১০) ১১ এস. সি. সি ২৯৬-এর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, যেখানে এই আদালত একটি ক্ষতিপূরণ ধারার ব্যাখ্যা দিয়েছিল এবং খুঁজে পেয়েছিল যে এই ধারার অধীনে অতিরিক্ত করের বোঝা আদায় করা যেতে পারে। প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, আদালত রায় দিয়েছিল যে এই ধারার অধীনে অতিরিক্ত করের বোঝা আদায় করা যেতে পারে কারণ এই ধরনের ব্যাখ্যাটি একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী বজায় রাখতে পারে। তবে, আমাদের মতামত যে উপরোক্ত মামলা এবং অনুপাত এখানে প্রযোজ্য নাও হতে পারে কারণ রেকর্ডের প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে পক্ষগুলি প্রশ্নযুক্ত ধারার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় সম্মত হয়েছিল।

২৮. এই প্রসঙ্গে, একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা চুক্তির ২৩ ধারার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না, কারণ ব্যাখ্যার থাম্ব রুল হল যে লিখিত চুক্তি গঠনকারী নথিটি সামগ্রিকভাবে এবং যতদূর সম্ভব পারস্পরিক ব্যাখ্যামূলক হিসাবে পড়া উচিত। হাতে থাকা ক্ষেত্রে, ধারাটি ব্যাখ্যা করার সময় ট্রাইব্যুনাল এই মৌলিক নিয়মটিকে উপেক্ষা করেছিল।

২৯. চুক্তিটি পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তরদাতার দ্বারা জারি করা একটি টেন্ডারের অনুসরণে সম্পাদিত হয়। টেন্ডার প্রস্তাবগুলি বিবেচনার পর, আপিলকারী একটি উদ্দেশ্যপত্র ইস্যু করে। উদ্দেশ্যপত্রের অনুসরণে চুক্তি (চুক্তি নম্বর সিসিও/এফসি/০০৪০/৯৫) তেল কূপ খনন এবং সহায়ক কার্যক্রমের জন্য সম্পাদিত হয়। এটি উল্লেখযোগ্য যে চুক্তির মূল্য 'ঠিকাদার'-এর চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলি পূর্ণ এবং সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রদানযোগ্য ছিল। অতিরিক্তভাবে, চুক্তির ধারা ১৪.৭ এবং ১৪.১১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে হার, শর্ত এবং শর্তাবলী শেষ কূপ খনন সম্পন্ন হওয়া বা পরিত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

৩০. উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট হারের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল। দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রবেশের আগে পক্ষটি এই ধরনের বৃদ্ধির ঝুঁকি হ্রাস করার পরে চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল। যদি দরপত্রের উদ্দেশ্য মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি সম্ভব বলে বলা যাবে না, কারণ ১t স্পষ্ট শব্দগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবে এবং contract.There এর উদ্দেশ্য কোনও লাভ নেই যে দামের ওঠানামা থাকবে যা একজন বিচক্ষণ ঠিকাদার দরপত্রে দরপত্র দেওয়ার সময় মার্জিনে নিতেন। এই ধরনের দামের ওঠানামা ২৩ ধারার অধীনে আনা যাবে না যদি না অন্তর্ভুক্তির নির্দিষ্ট ভাষা নির্দেশ করে।

৩১. এইচ. এস. ডি-র হারের পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২৩ ধারার অর্থ সম্প্রসারণের জন্য সালিসী ট্রাইব্যুনালের ব্যাখ্যা এই চুক্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নয়, কারণ আপিলকারী এমন কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করেননি যা একই প্রমাণ করে।

৩২. অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ শর্তাবলী আরও পরামর্শ দেয় যে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তাবিত ধারার ব্যাখ্যাটি বিকৃত। উদাহরণস্বরূপ, প্রদর্শনী সি-এর তালিকা আইজে (কনজুমেবলস)-এর আইটেম ১ (কনসোলিডেটেড স্টেটমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস ফার্নিশড বাই কন্ট্রাক্টর বা অপারেটর ফর দ্য অনশোর রিগ অপারেশন) ইঙ্গিত দেয় যে যোগাযোগকারী তার ব্যয়ে জ্বালানি সরবরাহ করবে। এই ধরনের ধারার অস্তিত্ব দেখায় যে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা চুক্তির ব্যাখ্যা চুক্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নয়।

৩৩. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং রায় বাতিল করার আদেশে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২০১২ সালের নাগরিক আবেদন নং, ৯০০

৩৪. ২০১২ সালের সি এ. নং ৬৭৩ ঘোষিত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, উপরোক্ত বিষয়টিকে ১n পূর্বোক্ত শর্তাবলীর সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দেবিকা গুজরালের *আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu